চায়নীজ মেডিসিন

আহমেদ সাবের

এক কাপ চা খাওয়া দরকার, ভেবে টি রুমে পা দিতেই মাইকেলের সাথে দেখা হয়ে গেল।

অফিসে আমার পাশের ডেস্কেই বসে সে। সারাক্ষনই ব্যাস্ত কাজ নিয়ে, তাই ওর সাথে কথা হয় খুব কম। আমি কাপে গরম পানি নিলাম, টি ব্যাগ নিয়ে কাপে রাখলাম। অপেক্ষা করছি, টি ব্যাগটা উঠানোর। দেখি, মাইকেল ঠায় দাড়িয়ে। এটা ওর নিয়ম বিরুদ্ধ। ও কাপে টি ব্যাগ নিয়েই তড়িঘড়ি করে ডেস্কে চলে যায়। কাজের ফাঁকে টি ব্যাগ উঠিয়ে র' টি খায়। দেখলাম, ও কিছু ভাবছে।

'কি সব কিছু ঠিকতো?' আমি বরফ ভাংগি।

সে হ্যাঁ, না গোছের একটা উত্তর দিয়ে চায়ের কাপে মুখ রাখলো। আমার চা বানানো হয়ে গেছে, মাইকেল এখনো দাঁড়িয়ে। আমার মনে হলো, সে কিছূ বলবে।

'কি, কিছু বলবে?', আমি আবার প্রশ্ন রাখি।

'না, তেমন কিছু না', বললো মাইকেল। 'ক দিন থেকে ঘুম হচ্ছে না। চল, যাই', বলে পা বাড়ালো সে।

কাজের ফাঁকে খেয়াল করলাম, মাইকেলের চেহারার জেল্লা টা অনেক কমে গেছে, আর বয়স যেন বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। বয়সের কথা মনে আসতেই হাসির কথাটা মনে পড়ে গেল।

একবার মাইকেলের পরিবারকে দাওয়াৎ করেছিলাম আমার চার বছরের মেয়ে নীলার জন্মদিনে। ও সময় মতই এলো স্ত্রী মারিয়া'কে সঙ্গে করে।

বললাম, 'আলফ্রেডকে আনলেনা যে?' জানতাম ওর একটিই ছেলে, নাম আলফ্রেড। চায়নীজ ওয়ান-চাইল্ড পলিসির ফল।

মারিয়া বললো, 'ও ব্যাস্ত, তাই আসতে পারলোনা।'

অনুষ্ঠানের ঝামেলায় আর কথা বাড়ালাম না। অনুষ্ঠান শেষ, এখন বিদায় নেওয়ার পালা। ভাবলাম, মাইকেলের ছেলেটা আসতে পারলোনা; তাতে কি? ওর জন্যে একটা পার্টি ব্যাগ দিয়ে দি।

মারিয়ার হাতে পার্টি ব্যাগ টা দিয়ে বললাম, 'আলফ্রেডকে দিও'।

দু জনে কিছুই বললোনা। ব্যাগটা নিয়ে বিদায় নিল।

পরদিন অফিসে আসতেই মাইকেল গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমার বয়স কত, আন্দাজ করতো।'

আমি বললাম, 'তোমার, ধর আমার দু-বছর এদিক ওদিক। আমার তেত্রিশ চলছে, তোমার বড়জোর পয়ত্রিশ।'

মাইকেল হো হো করে হেসে ফেলে বললো, 'ইয়াংম্যান, আমার বয়স সাতান্ন চলছে। আমার ছেলে প্রায় তোমার সমবয়সী। ভালো কথা, আমার নাতি তোমার পার্টি ব্যাগ বেশ পছন্দ করেছে।'

সেই মাইকেলকে আজ সাতান্ন বছর বয়সীই মনে হচ্ছে। নিজের কাছেই অবাক লাগলো, এটা আমার চোখে পড়েনি কেন। হয়তো মাইকেল 'ঘুম হচ্ছে না' না বললে এটা আমার চোখেও পড়তোনা।

আমার অফিসের ডেস্কে বসেই লাঞ্চ খাওয়ার স্বভাব, আর মাইকেল খায় অফিসের বাইরে গাছের নীচে বসে। আমি নিয়ম ভেঙ্গে লাঞ্চ টাইমে ওর পাশে এসে বসলাম।

দু জনে চুপচাপ খাচ্ছি। আমি অপেক্ষা করছি, দেখি মাইকেল কিছু বলে কি না।

'জানো, সাপ্তাহ দুয়েক ধরে আমার বাসায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে', অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গে মাইকেল। 'গত মঙ্গলবার রাতে কেউ আমাদের ডাষ্টবিন টা বাসার এমাথা থেকে ওমাথা সারারাত টানাটানি করেছে। গত রাতেও আবার একই ঘটনা। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি এক ফোটা। না ঘুমিয়ে কি কাজ করা যায়? 'বলে আমার দিকে একটা অসহায় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকলো সে।

'কি, আজকাল বেশী টানছো নাকি?', আমি হাসি দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেই।

'না না, তুমিতো জান, আমি নিয়মিত পান করিনা, আর করলেও অতি সামান্য। তারপর, দুই মঙ্গলবারেই আমি পান করিনি। আর তৃতীয়তঃ মারিয়ারতো পানের অভ্যাসই নেই। সে ও শব্দটা শুনেছে।'

'তা হলেতো ব্যাপারটা সিরিয়াস।', আমি একটা রহস্যের সন্ধান পেয়ে যাই। 'মঙ্গলবার রাতে কি জোর বাতাস ছিল?'

'না তেমন বেশী বাতাস ছিল না। '

'তোমরা কি ডাষ্টবিন টা নড়তে দেখেছো, না শুধু শব্দ শুনেছ?'

'বাইরে অন্ধকার ছিল বলে কিছু দেখিনি। তবে শব্দ ঠিকই শুনেছি - ঘড় ঘড় ঘড় .....। কেউ যেন ডাষ্টবিন টা বাসার এ প্রান্ত থেকে টেনে ও প্রান্তে নিচ্ছে, আবার ও প্রান্ত থেকে টেনে এ প্রান্তে আনছে। ভয়ে জানালা খুলিনি।'

'ভয়ের কিছু নেই মাইকেল, কেউ তোমাদের নিয়ে মজা করছে।'

'না, না', মাথা নাড়লো সে।

খৃষ্টমাসের বন্ধের দেরী নেই, তাই অফিসে কাজের প্রচন্ড চাপ চলছে। এর মধ্যেই পরদিন মাইকেল বাসা থেকে ফোন করে বললো, সে অসুস্থ, তাই অফিসে আসতে পারবেনা। এটা ও মাইকেলের জন্য প্রথম। চার বছর ওর সাথে কাজ করছি, ওকে কোনদিন অসুস্থ হতে দেখিনি।

পরদিন অফিসে এলো মাইকেল একটূ দেরী করেই। কাজের ঝামেলায় কথা বলতে পারলাম না। লাঞ্চ টাইমে আজও আবার ওর পাশে বসলাম।

'আজ কেমন বোধ করছ? ডাক্তারের কাছে গিয়েছ?', আমি প্রশ্ন রাখি।

'ভাল, ভাল। তবে... কাল আসলে অসুস্থ ছিলাম না। চার্চে গেলাম প্রার্থনা করতে আর ফাদারের পরামর্শ নিতে কি করে খারাপ আত্মার প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মারিয়া আজও কাজে যাবে না। একজন চায়নীজ বিশেষজ্ঞ আসবে আমাদের বাড়ীর ফেং সুই বিশ্লেষন করতে।'

‘ফেং সুই বিশ্লেষন? সে টা আবার কি?’

‘দেখ, আমরা যখন বাড়ী ঘর করি, অনেক নিয়ম মানি না। সে জন্যই খারাপ আত্মারা রেগে যায়। তা থেকেই যত সমস্যার জন্ম।

আমার অবাক হবার পালা। আবার পুরোনো কথা মনে পড়ে গেলো। এ অফিসে মাইকেল জয়েন করেছে আমার বছর খানেক পরে। ওর জয়েন করার কিছু দিন পর ওর সাথে বাইরে লাঞ্চে গেছি। সময়টা ইষ্টারের পরের সাপ্তাহে।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘মাইকেল, ইষ্টারে তোমরা কি কর?’

‘ঘুমাই, কিংবা কোথাও বেড়াতে যাই।’

‘না, তা না। ইষ্টারের ফরমালিটি কি কর? চার্চে যাও না? ’

‘আমি চার্চে যাবো কেন?’ অবাক হয় মাইকেল।

‘বা রে, ইষ্টারে খৃষ্টান রা চার্চে যায় না?’

‘খৃষ্টানরা চার্চে যেতে পারে, কিন্তু, আমি কেন যাব? আমি তো খৃষ্টান না।’

‘সরি মাইকেল, তোমার নাম থেকে ভেবেছিলাম তুমি খৃষ্টান।’

হো হো করে হেসে ফেলে মাইকেল। ’ওটা তো আমার ইংরেজী নাম। ইংরেজী নাম থাকলেই কি খৃষ্টান হয়ে যায়? আমার চায়নীজ নামও আছে। তোমার কি ইংরেজী নাম নাই?’

‘না, আমার একটাই নাম। তা হলে তুমি বুঝি বৌদ্ধ? ’

‘না, আমার কোন ধর্ম নাই। আমি ওসব মানি টানি না। ধর্ম মানেই কূসংস্কার। আমার কোন কূসংস্কার নেই।’

আমি আর কথা বাড়াই না।

সেই মাইকেল এখন চার্চে দৌড়াদোড়ি করছে ভুতের ভয়ে। মানুষ বিপদে পড়লে কত কিছুই না করে।

কথার মাঝখানেই মাইকেলের ফোন বেজে উঠলো। যদ্দুর বুঝলাম, মারিয়ার সাথেই কথা হচ্ছে। ফোন শেষ হলো।

‘ইশ্বরকে ধন্যবাদ, ফেং সুই বিশেষজ্ঞে এসে গেছেন। উনি বলেছেন, আমাদের বাড়ীতে কিছু সমস্যা আছে। তবে উনি সমাধান দিয়ে যাবেন, যাতে ওনারা আর আমাদের বিরক্ত না করেন।’

বুধবার অফিসে এসেই মাইকেলের হাসি মুখ দেখলাম। কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে মাথা সরিয়ে বললো, ‘কাজ হয়েছে, এ’ মঙ্গলবার কোন উপদ্রব হয়নি আর।’

ফেং সুই কথাটা আমার মগজে গাঁথা হয়ে গেছে। কি করে ফেং সুই বিশেষজ্ঞে ভুত তাড়াল, তা জানার কৌতুহলে লাঞ্চ টাইমে পাকড়াও করলাম মাইকেলকে।

‘ভুত গতকাল আর উৎপাত করেনি, তাইনা মাইকেল?’

‘না না, ওনাদের নাম নেবে না। ওনারা তা হলে আবার রেগে যাবে।’

‘সরি মাইকেল।’ আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে নেই। ‘তা, ওনারা গেল কি করে?’

‘আমার বাড়ীতে অনেক খুঁত ছিল। আমার বাড়ীর নাম্বার হলো চার। ওটা অলুক্ষনে নাম্বার। বাড়ীর মেইল বক্সের উপর নাম্বারটা লেখা ছিল। ফেং সুই বিশেষজ্ঞে ঐ নাম্বার কে ঘিরে একটা বৃত্ত এঁকে দিলেন। এর ফলে নাম্বার চার এর খারাপ প্রভাব কখনো বৃত্তের বাইরে যেতে পারবে না।’

‘এইটাই সমস্যা? যাক খুশী হলাম, অল্পতেই তোমার সমস্যার সমাধান হলো।’

‘না, না, আরো সমস্যা ছিল। মারিয়ার অভ্যাস, রাতে নখ কাটা। রাতে নখ কাটলে ওনাদের আগমন হয়। এখন থেকে মারিয়ার রাতে নখ কাটা বন্ধ। তদুপরি আমাদের দুটো বেড রুমের দরজা ছিল সামনা সামনি। এতে ভাগ্য খারাপ হয়। দুটো দরজার একটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি অন্য পাশে। এতে ওনারা খুশী হয়েছেন, তাই আর উৎপাত করেন নি।’

পরের মঙ্গলবার অফিসে এসে দেখি, মাইকেল নেই। ভুত কাহিনীর ভুত আবার মাথায় চেপে বসলো। গতকাল কি মঙ্গলবার ছিল? না, তা তো না। মাইকেলের ভুত তো মঙ্গলবারের ভুত। কিন্তু আজই তো মঙ্গলবার। একটু পরে বিদ্ধস্ত মাইকেলের শুষ্ক মুখ দেখা গেল। চুলায় যাক কাজ, আমি ওকে নিয়ে পড়লাম।

‘কি ব্যাপার মাইকেল?’

‘ওনারা রেগে গেছেন, আগে সাপ্তাহে একদিন, শুধু মঙ্গলবার আসতেন, এখন শনি বার, সোমবারও আসা শুরু করেছেন। সব মারিয়ার দোষ। পুরোহিতের দেয়া বিধি নিষেধ গড়বড় করে ফেলেছে কোথাও। তাই ওনারা রেগে অন্য দিনও আসছেন এখন। আমার বড় ভাইকে খবর দিয়েছি। সে অনেক নিয়ম কানুন জানে। ও আগামী বুধবার আসছে।’ হড়বড় করে বলে গেল মাইকেল।

মাইকেল কাজে বসলো ঠিকই, কিন্তু মনযোগ দিতে পারলোনা একটু ও। ভুল করে কম্পিউটার থেকে একটা দরকারী ফাইলই মুছে ফেললো।

আমি ওকে বললাম, ‘মাইকেল, তুমি বাড়ী যাও। আমি এদিকটা ম্যানেজ করবো।’

অন্য সময় হলে এমন অফারে ওর রেগে যাওয়ার কথা। আজ বিনা বাক্য ব্যায়ে খৃষ্টমাসের ছুটি মিলিয়ে পনর দিনের ছুটির আবেদন করে দুপুরের পরেই বাড়ী চলে গেলো।

খৃষ্টমাসের ছুটির পর অফিসে এসেই দেখি, মাইকেল স্ব চেয়ারে বসে সহাস্যে আমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে।

খেয়াল করলাম, ওর চেহারার জেল্লা টা আবার ফিরে এসেছে, বয়সও যেন দশ বছর কমে গেছে।

‘তোমাকে দেখে ভাল লাগছে। অল ঝামেলা গন?’

হেঁ হেঁ হেঁ করে হাসলো মাইকেল। ‘চায়নীজ অরিজিনাল মেডিসিন, ঝামেলা কি আর থাকতে পারে?’

‘কি ভাবে ঝামেলা মিটলো?’ আমার কৌতুহল তুঙ্গে।

‘তোমাকে বলেছিলাম না, আমার বড় ভাইকে খবর দিয়েছি। ও সাথে কি নিয়ে এল জানি না। কিন্তু ও আসার সাথে সাথেই ঝামেলা খতম।’

‘কি করে?’ আমার কৌতুহল চরমে উঠেছে।

‘ও আসলো খৃষ্টমাসের তিন দিন আগে, বুধবার। ওকে আনতে এয়ারপোর্ট গেছি। বেরুতে বেরুতে রাত দশ টা। বাসায় আসতে আসতে রাত প্রায় এগারোটা। ওকে দেখেই ঝামেলা ভাগলো।’

‘আমার বিশ্বাস হয়না।’

‘দেখ, ইশ্বর যখন কিছু করেন, একটা একটা উপলক্ষ্যর মাধ্যমে করেন। যেমন তুমি যখন কিছু চাও, ইশ্বর কি তোমার হাতে এসে দিয়ে যান? উনি দেন একটা উপলক্ষ্যর মাধ্যমে। তেমন করে আমার সমস্যার সমাধানও একটা উপলক্ষ্যর মাধ্যমেই হলো। উপলক্ষ্য টা হলো আমার ভাই।’

‘খুলে বলো।’

‘বলছি, বলছি। ভাইকে নিয়ে বাড়ী এসে গ্যারেজ খোলার জন্যে গাড়ী থেকে নামতেই দেখি, পাশের বাসার সামনে কাগজের স্তুপ। ’

‘কাগজের স্তুপ? তারপর?’

‘কাছে এগিয়ে গেলাম দেখার জন্যে, কাগজগুলো কিসের। দেখলাম, ও গুলো হচ্ছে ভাজ করা বিজ্ঞাপনের কাগজ। আমরা যাকে জাঙ্ক মেইল বলি। এমন সময় আমার প্রতিবেশী একটা চার চাকার ট্রলি নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো ঘড় ঘড় শব্দ করে, ঠিক যেন একটা ডাষ্টবিন কেউ টেনে নিয়ে চলছে। ’

আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। ’ওই চার চাকার ট্রলি করে তোমার প্রতিবেশী প্যাম্পলেটের প্যাকেট গুলো ঘরে নিচ্ছিল, আর রাতের অন্ধকারে তুমি ভাবছিলে, তোমার ডাষ্টবিন ভুত বাবারা টানাটানি করছে। খৃষ্টমাসের সময় প্যাম্পলেট বিতরনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল বলে তোমার ভুতের আগমনের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল।’

‘ওনাদের নিয়ে হাসাহাসি করোনা।’ গম্ভীর হয়ে বললো মাইকেল।

Sydney 10-12 March, 2006